৩৬-সূরা ইয়াসীন

আয়াত-৮৩, মাক্কী

(শুরু করছি) অসীম দয়াময়, পরম করুণাময় আল্লাহর নামে।

মো: তাজাম্মুল হক সালাফী

يس (1) وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ (2) إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (3) عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (4) تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ (5) لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرَ
آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ (6) لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (7) إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ
مُقْمَحُونَ (8) وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ (9) وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ
تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (10) إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ (11) إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ
الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ (12)

অনুবাদ :

১) ইয়া-সীন১,

২) প্রজ্ঞাময় কুরআনের কসম২,

৩) নিশ্চয় তুমি (হে মুহাম্মাদ) রসূলদের অন্তর্ভুক্ত,

৪) (তুমি) সরল পথেই রয়েছ। ৩

৫) (এ কুরআন) পরাক্রমশালী, অনুগ্রহশীলের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। ৪

৬) যেন তুমি সতর্ক করতে পার এমন এক জাতিকে যাদের পিতৃপুরুষদেরকে সতর্ক করা হয়নি। ৫ যার ফলে তারা উদাসীন।

৭) তাদের অধিকাংশের উপর (শাস্তির) ফরমান অবধারিত হয়েছে।৬ সুতরাং এরা ঈমান আনবে না।

৮) আমি তাদের গলায় শৃঙ্খল পরিয়ে দিয়েছি এবং চিবুক পর্যন্ত এ শৃঙ্খল বিস্তৃত। ফলে তারা উর্দ্ধমুখী হয়ে গেছে। ৭

৯) আমি তাদের সামনে একটি প্রাচীর স্থাপন করেছি, পিছনেও একটি প্রাচীর স্থাপন করেছি এবং তাদেরকে আবৃত করে রেখেছি। ফলে তারা দেখতে পায় না।৮

১০) তুমি তাদেরকে সতর্ক কর আর না কর সবই তাদের নিকটে সমান। তারা ঈমান আনবে না। ৯

১১) তুমি কেবল তাকেই সতর্ক করতে পারবে যে যিকরের (অর্থাৎ কুরআনের) অনুসরণ করবে আর না দেখে ‘আর-রহমান’ বা পরম দয়াময়কে ভয় করবে। সুতরাং তুমি তাকে ক্ষমা ও মহা পুরুস্কারের শুভসংবাদ দাও। ১০

১২) আমিই মৃতকে জীবিত করি ১১ এবং তারা পূর্বে যা প্রেরণ করেছে আর পশ্চাতে যা ছেড়ে এসেছে সবই আমি লিখে রাখি। সব কিছুই আমি এক সুস্পষ্ট রেজিষ্টারে সংরক্ষণ করে রেখেছি। ১২

তাফসীর :

১) এগুলি হল বিচ্ছিন্ন বর্ণমালা। এর অর্থ আল্লাহ্ তাআলাই ভালো জানেন। এই বিচ্ছিন্ন বর্ণমালা থেকে সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, সূরা ইয়াসিনের আলাদা বা বিশেষ ফযীলত সম্পর্কে কোনো সহীহ্ হাদীস বর্ণিত হয়নি। ইসলামি শরীয়ত ও হাদীস বিশারদদের (মুহাদ্দিসীন) মতামত অনুযায়ী, সূরা ইয়াসিনের বিশেষ ফযীলত যেমন ১০ বার কুরআন খতমের সওয়াব বা সূরাটি কুরআনের হৃদয় বা মৃত্যু পথযাত্রী ব্যক্তির নিকটে তেলাওয়াত সম্পর্কিত যে সমস্ত বর্ণনা রয়েছে, তার সবগুলিই যঈফ (দুর্বল) অথবা মওজু (জাল)। কুরআনের অন্যান্য সূরার মতো এটি তেলাওয়াত করলেও প্রতি অক্ষরে ১০টি করে নেকী বা সওয়াব পাওয়া যাবে।

২) বাতিল যার সংস্পর্শেও আসতে পারে না (৪১/৪২)।

৩) ৩-৪ নং আয়াতে মুশরিকদের সংশয় নিরসণ করা হয়েছে। তারা আল্লাহর রসূল মুহাম্মাদ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে রসূল বলে বিশ্বাস করত না (১৩/৪৩)। আল্লাহ্ তাআলা স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন যে, তিনি আল্লাহর প্রেরিত রসূলদের একজন এবং তিনি সিরাতে মুস্তাকীম বা সরল সঠিক পথেই রয়েছেন। সহায়ক আয়াত-২৩/৭৩, ৪২/৫২-৫৩, ৪৩/৪৩।

৪) মুশরিকদের আরো একটি সংশয় নিরসন করা হল। তারা মনে করত যে, মুহাম্মদ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম নিজে থেকেই কুরআন রচনা করেন। আল্লাহ জানিয়ে দিলেন যে, কুরআন মহা প্রাজ্ঞ আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতারিত একটি গ্রন্থ।

৫) নাবী মুহাম্মাদ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পূর্বে আরবদের নিকটে কোনো সতর্ককারী আসেননি। সহায়ক আয়াত-২৮/৪৬, ৩২/৩।

** ২-৬ আয়াতগুলি রিসালাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আয়াতগুলির মাধ্যমে প্রমাণ করা হয়েছে যে, মুহাম্মদ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম আল্লাহর মনোনীত ও প্রেরিত রসূল এবং তাঁর নাবী ও রসূল হওয়া প্রসঙ্গে যাবতীয় সংশয় দূর করা হয়েছে।

৬) অধিকাংশ মক্কাবাসী যেমন আবূ জাহল, উতবা, শাইবার উপর তাদের ঔদ্ধ্যতের কারণে শাস্তি অবধারিত হয়ে গেছে (ইবনু আব্বাস, আইসারুত তাফাসীর)। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ নিশ্চয় যাদের উপর তোমার রবের বাণী সত্য হয়েছে, তারা ঈমান আনবে না। যদিও তাদের নিকট সমস্ত নিদর্শন এসে উপস্থিত হয় যতক্ষণ না তারা যন্ত্রণাদায়ক আযাব প্রত্যক্ষ করে(১০/৯৬-৯৭)।

৭) ৬ নং আয়তে বর্ণিত ব্যক্তিদের ঈমানের আলোতে আলোকিত হওয়া যে অসম্ভব বিষয় তার একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হয়েছে এ আয়াতে। দুটি হাতকে একত্রিত করে গলার সঙ্গে চিবুকের নীচে শিকল দিয়ে বেঁধে দিলে মানুষ উর্দ্ধমুখী হয়ে যায় এবং নীচের দিকে দেখা যেমন তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে, ঠিক সেই রকমই যাদের জন্য শাস্তির ফরমান অবধারিত হয়েছে, তাদের পক্ষে হিদায়াত লাভ করাও অসম্ভব হয়ে পড়েছে। সূরা ইসরার ২৯ নং আয়াতে হাতকে গলার সঙ্গে বেঁধে রাখাকে কৃপণতার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

৮) ৬ নং আয়তে বর্ণিত ব্যক্তিদের ঈমানের আলোতে আলোকিত হওয়া যে অসম্ভব তার আরো একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হয়েছে এ আয়াতে। তাদের সামনে ও পিছনে রয়েছে প্রাচীর বা অন্তরাল এবং তাদের অন্তর্দৃষ্টির উপরেও রয়েছে পর্দা। ফলে তারা কখনই হক বা সত্য পথের হিদায়াত লাভ করতে পারবে না।

৯) শৃঙ্খলিত, প্রাচীর বেষ্টিত এবং অন্তর্দৃষ্টি আবৃত ব্যক্তিদেরকে সতর্ক করা হোক আর না হোক-সবই সমান। তারা কখনো ঈমান আনবে না। সহায়ক আয়াত-২/৬-৭।

১০) যারা কুরআনের প্রতি বিশ্বাস করবে, কুরআনে বর্ণিত আল্লাহর বিধানের আনুগত্য করবে, 'রহমান'কে ভয় করবে এবং জানবে যে, আল্লাহ তাআলা তার কার্যকলাপ সম্পর্কে সবই জানেন, তাদের জন্যই এ সতর্কবার্তা ফলপ্রসূ হবে। সহায়ক আয়াত-৬৭/১২।

** ৭-১১ আয়াতগুলিতে রসূলের দাআত অস্বীকারকারী ও গ্রহণকারীদের বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণ বর্ণনা করা হয়েছে। এই আয়াতগুলিও রিসালাতের বিষয়ে অবতীর্ণ হয়েছে।

১১) অর্থাৎ ক্বিয়ামতের দিন তিন পুনরায় জীবিত করবেন। অবশ্য এখানে মৃতকে জীবিত করার কথা বলে কাফিরদের মৃত হৃদয়কে পুনরায় জীবিত করার প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ ভ্রষ্টতার কারণে যাদের হৃদয় মারা গিয়েছিল, তাদের মধ্যে যাকে চাইবেন তার হৃদয়কে আল্লাহ তাআলা সত্যের হিদায়াত দান করবেন। ফলে তারা ঈমানদার হয়ে যাবে। যেমন আল্লাহ তাআলা কঠোর হৃদয়ের বর্ণনার পরে বলেছেন ঃ জেনে রেখো, নিশ্চয় আল্লাহ ভূমিকে মৃত্যুর পর জীবিত করেন.......(৫৭/১৭)-ইবনু কাসীর।

১২) 'তারা যা আগে প্রেরণ করেছে'- বলতে পার্থিব জীবনে প্রত্যেকের নিজের ভালো-মন্দ আমলের কথা বলা হয়েছে। 'যা পিছনে ছেড়ে এসেছে'-এর অর্থ হল প্রত্যেক ব্যক্তির চালু করা ভালো বা মন্দ রীতি বা নিয়মের কথা বলা হয়েছে। মানুষ পশ্চাতে দুরকম কাজ ছেড়ে যায়- ক) ভালো কাজ যেমন সাদকা জারিয়া। মৃত্যুর পরেও মানুষ এ সমস্ত সৎ আমলের প্রতিদান পেতে থাকবে এবং খ) মন্দ যেমন বিদআত। মৃত্যুর পরে সেই বিদআতী কার্যকলাপের পাপ উদ্ভাবকের আমল নামায় জমা হতে থাকবে। সব কিছুই আল্লাহ লিখিতভাবে সংরক্ষণ করে রাখেন। যেন কেউ তা অস্বীকার করতে না পারে। আল্লাহর রসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে কোনো উত্তম প্রথা বা কাজের প্রচলন করে সে তার এক কাজের সাওয়াব পাবে এবং তার পরে যারা তার এ কাজ দেখে তা করবে সে এর বিনিময়েও সাওয়াব পাবে। তবে এতে পরবর্তীতে আমলকারীদের সাওয়াব কোনো অংশে কমানো হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে (ইসলামের পরিপন্থী) কোনো খারাপ প্রথা বা কাজের প্রচলন করবে, তাকে তার এ কাজের বোঝা (গুনাহ এবং শাস্তি) বহন করতে হবে। তারপর যারা তাকে অনুসরণ করে এ কাজ করবে পরবর্তীতে আমলকারীদের সমপরিমাণ বোঝাও তাকে বইতে হবে। তবে এতে তাদের অপরাধ ও শাস্তি কোনো অংশেই কমবে না (স্বহীহ মুসলিম ঃ ১০১৭)। রসূলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে তখন তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায় তিন প্রকার আমল ছাড়া। ১. সাদাকা জারিয়াহ্ অথবা ২. এমন ইলম যার দ্বারা উপকার হয় অথবা ৩. পুণ্যবান সন্তান যে তার জন্যে দু'আ করতে থাকে (স্বহীহ মুসলিম ঃ ১৬৩১)। তিনি স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেন ঃ যখনই কোনো ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়, তখন তার রক্তের (পাপের) একটা অংশ আদমের প্রথম সন্তানের (কাবীল) উপর বর্তায়। কারণ সেই সর্বপ্রথম হত্যার রীতি চালু করেছিল (সহীহ বুখারী- - ৩৩৩৫)।

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ (13) إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ
مُرْسَلُونَ (14) قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ (15) قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ
لَمُرْسَلُونَ (16) وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (17) قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ
(18) قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ (19) وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا
الْمُرْسَلِينَ (20) اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ (21) وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (22) أَأَتَّخِذُ مِنْ
دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ (23) إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (24) إِنِّي آمَنْتُ
بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ (25) قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ (26) بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ (27)

অনুবাদ :

১৩) তাদের নিকটে এক জনপদবাসীদের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করো, যখন তাদের নিকটে রসূলগণ এসেছিল।১৩

১৪) যখন আমি তাদের নিকটে দুজন রসূল প্রেরণ করলাম আর তারা তাদের উভয়কে অস্বীকার করল। অতঃপর তৃতীয় রসূলকে পাঠিয়ে আমি (ঐদুজন রসূলের) শক্তি বৃদ্ধি করলাম। তারা সকলে বলল, " নিশ্চয় আমরা তোমাদের নিকটে রসূল হিসাবে প্রেরিত হয়েছি।" ১৪

১৫) তারা বলল, " তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ। আর পরম করুণাময় তো কিছুই অবতীর্ণ করেননি। তোমরা তো মিথ্যাই বলছ।" ১৫

১৬) রসূলগণ বলল, " আমাদের রব জানেন, নিশ্চয় আমরা তোমাদের নিকটে রসূল হিসাবেই প্রেরিত হয়েছি।

১৭) সুস্পষ্টভাবে প্রচার করাই আমাদের দায়িত্ব।" ১৬

১৮) তারা বলল, " আমরা তোমাদেরকে অশুভ লক্ষ্মণের কারণ মনে করছি।১৭ যদি তোমরা বিরত না হও, আমরা তোমাদেরকে পাথর মেরে হত্যা করব আর আমাদের পক্ষ থেকে তোমাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি নেমে আসবে।"

১৯) রসূলগণ বলল, "তোমাদের অশুভ লক্ষ্মণের কারণ তোমাদের সঙ্গেই রয়েছে। তোমাদেরকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে বলেই কি তোমরা এ রকম মনে করছ? বরং তোমরা সীমালংঘনকারী জাতি।" ১৮

২০) শহরের দূরবর্তী প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি ১৯ ছুটতে ছুটতে এসে বলল, " হে আমার জাতি! তোমরা রসূলদের অনুসরণ করো।

২১) তোমরা অনুসরণ করো তাদের যারা তোমাদের নিকটে কোনো পারিশ্রমিক চায় না এবং যারা হিদায়াতপ্রাপ্ত।" ২০

২২) " কি হয়েছে আমার যে, আমি সেই সত্তার ইবাদত করব না যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যাঁর নিকটে তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে?" ২১

২৩) " আমি কি তাঁর পরিবর্তে অন্য কোনো মাবূদ গ্রহণ করব? যদি 'আর-রহমান' আমার অমঙ্গল চান, তাহলে তাদের সুপারিশ আমার কোনো কাজে আসবে না এবং তারা আমাকে উদ্ধারও করতে পারবে না।" ২২

২৪) "এ রকম করলে, আমি সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হবো।" ২৩

২৫) " আমি তো তোমাদের রবের প্রতি ঈমান এনেছি। সুতরাং তোমরা আমার কথা শোন।" ২৪

২৬) তাকে বলা হল, " জান্নাতে প্রবেশ করো।" সে বলল, " হায়! আমার সম্প্রদায় যদি জানতে পারত-

২৭) কী কারণে আমার রব আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং সম্মানিতদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।" ২৫

তাফসীর :

১৩) অত্র আয়াতে নাবী মুহাম্মাদ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের রিসালাতকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, তিনি একাই রসূল হিসাবে প্রেরিত হননি বরং তাঁর পূর্বে অনেক রসূলকে প্রেরণ করা হয়েছিল।

** ১৩-২১ আয়াতগুলিতে পূর্ববর্তী রসূলগণের বৃতান্ত উপস্থাপন করে বোঝানো হয়েছে যে, মুহাম্মাদ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম নূতন কোনো রসূল নন, তাঁর পূর্বেও অনেক রসূল এসেছিলেন। আয়াতগুলি রিসালাতের বিবরণ রয়েছে।

এখানে জনপদ বলতে আনতাকিয়া শহরকে বোঝানো হয়েছে-(ইবনু কাসীর)। রসূল হিসাবে কারা প্রেরিত হয়েছিলেন- এ বিষয়ে দুটি মত বর্ণিত হয়েছে-

ক) আনতাকিয়া শহরে আনতাইখাস বিন আনতাইখাস বিন আনতাইখাস নামক একজন বাদশাহ ছিল। সে ছিল মূর্তি পূজারী। আল্লাহ তাআলা তাঁর নিকটে তিনজন রসূল পাঠিয়েছিলেন। তাঁরা হলেন সাদিক, সাদূক ও শালূম। বাদশাহ তাঁদেরকে মিথ্যাবাদী বলে অস্বীকার করেছিল (ইবনু কাসীর)।

খ) আনতাকিয়া শহরে ঈসা আলাইহিস সালাম তাঁর তিনজন হাওয়ারীকে দূত হিসাবে পাঠিয়েছিলেন (ইবনু কাসীর)।

প্রথম মতটিই কুরআনী আয়াতের সরাসরি ভাবার্থের নিকটবর্তী। তারা সকলে বলল ঃ নিশ্চয় আমরা তোমাদের নিকটে রসূল হিসাবে প্রেরিত হয়েছি-(৩৬/১৪) এবং রসূলগণ বলল ঃ আমাদের রব জানেন, নিশ্চয় আমরা তোমাদের নিকটে রাসূল হিসাবেই প্রেরিত হয়েছি-(৩৬/১৬)। আয়াত দুটির ভাবার্থ তারই ইঙ্গিত বহন করছে। এ জন্য ইবনু কাসীর রাহেমাহুল্লাহ প্রথম মতটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

১৪) আল্লাহর প্রেরিত রসূলগণ সব সময়ই এই পদ্ধতিতেই নিজেদের পরিচয় দিয়ে থাকেন। সহায়ক আয়াত-৭/৬১, ২৬/২১, ২০/৪৭।

১৫) সব যুগের কাফিররা রসূলদেরকে অস্বীকার করার জন্য যে কথাটি বলেছিল, তা হল রসূলরা কখনো মানুষ হতে পারেন না। বর্তমানেও যারা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে যে, মুহাম্মাদ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম মানুষ হতে পারেন না, তারাও কি কাফিরদের পদ্ধতিতেই বকলমে রসূলকে অস্বীকারই করছেন না? চিন্তা ভাবনা ও গবেষণা করার অনুরোধ রইল। সহায়ক আয়াত-১৪/১০, ১৭/৯৪, ২৩/৩৪, ৬৪/৬।

১৬) ১৬-১৭ ঃ রসূলদের দায়িত্বই হল আল্লাহর বিধানকে কম বেশি না করে যথাযথভাবে ও হুবহু মানুষের নিকটে পৌঁছে দেওয়া। সহায়ক আয়াত-৫/৯২, ১৬/৩৫, ৬৪/১২।

১৭) কাফিররা রসূলদেরকে অস্বীকার করার জন্য বলত যে, নাবী রসূলগণ হলেন অমঙ্গল ও অশুভ লক্ষ্ণণ এবং তাঁদের কারণেই বিপদাপদ ও বিপর্যয় আসছে। আজও এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। বর্তমান যুগেও সত্য ও হকপন্থী আলেমদেরকে সমাজের মানুষ অমঙ্গল ও অশুভ লক্ষ্ণণ মনে করে এবং তাদেরকে সমাজ ধ্বংসকারী হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। বলাবাহুল্য এটি হক ও সত্যকে অস্বীকার করার কাফিরদের বহু প্রাচীন রীতি।

১৮) রসূলগণ পরিস্কার বলে দিলেন যে, অশুভ লক্ষ্ণণের কারণ তাদের সঙ্গেই রয়েছে। সহায়ক আয়াত-৪/৭৮, ৭/১৩১, ২৭/৪৭।

১৯) যে ব্যক্তি রসূলেদেরকে বাঁচানোর জন্য ছুটে এসেছিলেন, তাঁর পরিচয় সম্পর্কে অনেকগুলি মতামত বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু বহুল প্রচলিত নামটি হল হাবীব নাজ্জার-(ইবনু কাসীর)।

২০) ২০ এবং ২১ আয়াতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে ঃ ক) আনতাকিয়া অধিবাসীদের মধ্যে কেউ কেউ রসূলদের প্রতি ঈমান এনেছিল। ‘আমরা তোমাদেরকে অশুভ লক্ষ্ণণের কারণ মনে করছি’- এ কথাতেই ইঙ্গিত রয়েছে যে, তাদের মধ্যে কিছু লোক ঈমান এনেছিল। খ) আনতাকিয়ার কাফির অধিবাসীরা রসূলদেরকে হত্যা করার চক্রান্ত করেছিল, গ) রসূলগণ দ্বীন প্রচারের জন্য আনতাকিয়াবাসীদের নিকটে কোনো পারিশ্রমিক চাননি এবং দাওআতী কাজের জন্য পারিশ্রমিক চাওয়া যে সঠিক নয়, তখনকার মানুষও জানত। সহায়ক আয়াত-১০/৭২, ১২/১০৪, ২৫/৫৭, ২৬/১০৯, ১২৭, ১৪৫, ১৬৪, ১৮০, ৩৪/৪৭, ৩৮/৮৬।

২১) ২২-২৫ ঃ আয়াতগুলিতে তাওহীদ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে এবং শির্কের খণ্ডন করা হয়েছে। আনতাকিয়া বাসীদের মধ্যে থেকে হাবীব নাজ্জার স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিল যে, যে সত্তা তাকে সৃষ্টি করেছেন, মৃত্যুর পর যাঁর নিকটে সকলকেই ফিরিয়ে আনা হবে এবং কর্মানুযায়ী প্রত্যেককে প্রতিদান দেওয়া হবে, সে তাঁরই ইবাদত করবে এবং সকলেরই তাঁর ইবাদত করা উচিত।

২২) হাবীব নাজ্জার স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন যে, ইবাদতের হকদার একমাত্র মহান আল্লাহ এবং আনতাকিয়াবাসীদের মনোনীত মাবূদরা বাতিল। তাদের মনোনীত মাবূদরা ভালো মন্দের বা উপকার অফকারের মালিক নয়। সহায়ক আয়াত-৬/১৭,১০/১০৭,৩৯/৩৮।

২৩) অর্থাৎ যদি আমি এ সব মনোনীত মাবূদদেরকে গ্রহণ করি, তাহলে বিভ্রান্ত হয়ে যাবো।

২৪)'আমি তো তোমাদের রবের প্রতি ঈমান এনেছি'-কথাটি হাবীব নাজ্জার বলেছিলেন তাঁর সম্প্রদায়ের লোকজনকে। আয়াতের ভাবার্থ হবে ঃ তোমরা যে রবকে অস্বীকার করেছ, আমি সেই রবেই প্রতি ঈমান এনেছি। খ) হাবীব নাজ্জার বলেছিলেন রসূলদেরকে। আয়াতের ভাবার্থ হবে ঃ হে রসূলগণ! আপনারা আমার কথা শোনেন এবং আল্লাহর নিকটে সাক্ষী দিবেন যে, আমি আপনাদের ররেব প্রতি ঈমান এনেছিলাম এবং আপনাদের আনুগত্য করেছিলাম। দ্বিতীয় মতটিই বেশি স্পষ্ট। আল্লাহই ভালো জানেন-(ইবনু কাসীর)।

২৫) আনতাকিয়াবাসীরা হাবীব নাজ্জারকে হত্যা করল। মৃত্যুর পর তাঁকে জান্নাত প্রবেশ করতে বলা হল। তখন তিনি নিজ সম্প্রদায়ের লোকজনের জন্য এ কথা বলেছিলেন। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ তিনি মৃত্যুর পূর্বে বলেছিলেন ঃ হে আমার জাতি! তোমরা রাসূলদের অনুসরণ করো (৩৬/২০-২১) এবং মৃত্যুর পর বলেছিলেন ঃ 'হায় আপসোস! আমার সম্প্রদায় যদি জানত কী কারণে আমার রব আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং সম্মানিতদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন (৩৬/২৬-২৭)-ইবনু কাসীর।'

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ (28) إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ (29) يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (30) أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ (31) وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ (32) وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ (33) وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ (34) لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ (35) سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ (36) وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ (37) وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (38) وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ (39) لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (40)

অনুবাদ :

২৮) আমি তার মৃত্যুর পর তার সম্প্রদায়ের নিকটে আকাশ থেকে কোনো বাহিনী প্রেরণ করিনি এবং আমি প্রেরণ করার প্রয়োজনও মনে করিনি।

২৯) কেবলমাত্র একটিবার বিকট শব্দ হল। তৎক্ষণাৎ তারা নিস্তব্ধ হয়ে গেল। ২৬

৩০) পরিতাপ এসব বান্দাদের জন্য।২৭ তাদের নিকটে যখনই কোনো রসূল এসেছে, তারা তাকে উপহাস করেছে। ২৮

৩১) তারা কি লক্ষ্য করেনি যে, আমি তাদের পূর্বে বহু মানব জাতিকে বিনাশ করে দিয়েছি, যারা তাদের নিকটে আর ফিরে আসবে না? ৯

৩২) এবং তাদের সকলকেই আমার নিকটে হাজির করা হবে। ৩০

৩৩) তাদের জন্য (পুনরুত্থানের) একটি নিদর্শন হল মৃত ভূখণ্ড। আমি একে জীবিত করে তুলি এবং তা থেকে শস্য উৎপাদন করি, যা থেকে তারা আহার করে।

৩৪) সেই ভূখন্ডে আমি খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান উৎপন্ন করি এবং সেখানে বহু প্রস্রবণ উৎসারিত করি।

৩৫) যেন তার ফলমূল তারা আহার করতে পারে এবং তারা নিজেদের হাতে এ সমস্ত বাগান সৃষ্টি করেনি। তবুও কি তোমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে না? ৩১

৩৬) পবিত্র ও মহান সেই সত্তা, যিনি ভূমিতে উৎপন্ন সমস্ত প্রকার উদ্ভিদ, মানুষ এবং মানুষের অজানা সব কিছুকেই জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছেন। ৩২

৩৭) তাদের জন্য একটি নিদর্শন হল রাত। আমি রাত থেকে দিনকে অপসারিত করি। তখন তারা ঘোরতর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। ৩৩

৩৮) সূর্য ধাবিত হয় তার জন্য সুনির্দিষ্ট গন্তব্যস্থলের অভিমুখে। সূর্যের এই গমনাগমন পরাক্রমশালী, সর্বোজ্ঞ (মহান আল্লাহর) দ্বারা নির্ধারিত।৩৪

৩৯) আর চন্দ্রের জন্য আমি নির্ধারণ করেছি বিভিন্ন মনযিল (বা কক্ষপথ)। অবশেষে সেটি পুরানো খেজুর শাখার মত বাঁকা হয়ে ফিরে আসে। ৩৫

৪০) সূর্য কখনো চন্দ্রের নাগাল পাবে না এবং রাত কখনো দিনকে অতিক্রম করতে পারবে না। সব কিছুই নিজ নিজ কক্ষপথে পরিক্রমণ করছে। ৩৬

তাফসীর :

২৬) আনতাকিয়াবাসী রসূলদের অস্বীকার করেছিল এবং আল্লাহর প্রিয় বান্দাকে হত্যা করেছিল, যার অপরাধে আল্লাহ তাআলা আকাশ থেকে ফেরেশতামণ্ডলী না পাঠিয়ে সরাসরি এক মহা নিনাদের মাধ্যমে সম্পূর্ণ আনতাকিয়াবাসীদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। তিনি তাদেরকে ধ্বংস করার জন্য তিনি কোনো ফেরেশতা-বাহিনী পাঠাননি কিংবা পাঠানোর প্রয়োজনও ছিল না—বরং বিষয়টি ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি সহজ (ইবনু কাসীর)।

২৭) কিয়ামতের দিন যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, তখন তাদের আফসোস ও পরিতাপের শেষ থাকেব না এবং সেদিন তারা ভাববে কেন তারা রসূলদেরকে অস্বীকার করেছিল এবং আল্লাহর হুকুম মানেনি।

২৮) সহায়ক আয়াত-১৫/১১, ৩৪/৩৪, ৪১/১৪, ৪৩/২৪।

৯) এ আয়াতে প্রত্যক্ষভাবে মক্কাবাসী ও পরোক্ষভাবে সমস্ত রসূল বিরোধীদের জন্য সতর্কবার্তা রয়েছে যে, তাদেরকেও ধ্বংস করে দেওয়া হতে পারে যেভাবে রসূলদেরকে অস্বীকার করার কারণে পূর্ববর্তী সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল।

১০) কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলকে হাজির করা হবে এবং কর্মানুযায়ী সকলকে প্রতিদান দেওয়া হবে।

১১) ৩৩-৩৬ ঃ আয়াতগুলিতে আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব, তাঁর কুদরত ও মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের বিষয়ে বেশ কয়েকটি নিদর্শন বর্ণিত হয়েছে-(ইবনু কাসীর)। সেগুলির একটি হল মৃত ভূমি অর্থাৎ শুষ্ক ভূমি। বৃষ্টি বর্ষণের মাধ্যমে সেই ভূমিকে সবুজ শ্যামল করে তোলা, ফলমূল উৎপন্ন করা, বিভিন্ন ধরণের বাগান উৎপন্ন করা, ঝর্ণা ও প্রস্রবণ উৎসারণ করাতে মানুষের কোনো ক্ষমতা নেই বরং সবটাই মহান আল্লাহর কৃতিত্ব ও কুদরত। যেভাবে তিনি শুষ্ক ভূমিকে সবুজ-শ্যামল করেন ঠিক সেভাবেই তিনি মৃত মানুষকে পুনরায় জীবিতও করবেন। আবূ হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রথম ও দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুঁ দেয়ার মাঝে চল্লিশের ব্যবধান হবে। জনৈক ব্যাক্তি আবূ হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করল, এর মানে চল্লিশ দিন? কিন্তু তিনি অস্বীকার করলেন। তারপর সে জিজ্ঞেস করল, চল্লিশ মাস? এবারও তিনি অস্বীকার করলেন। তারপর সে জিজ্ঞেস করল, চল্লিশ বছর? পুনরায় তিনি অস্বীকার করলেন। এরপর আবূ হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন ঃ এরপর আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করবেন। এতে মৃতরা জীবিত হয়ে উঠবে, যেমনি বৃষ্টির পানিতে উদ্ভিদরাজি উৎপন্ন হয়। তখন মেরুদণ্ডের হাড় ছাড়া মানুষের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পচে গলে শেষ হয়ে যাবে। কিয়ামতের দিন ঐ হাড়-খণ্ড থেকেই পুনরায় মানুষকে সৃষ্টি করা হবে (স্বহীহ বুখারী-৪৯৩৫)।

৩২) সহায়ক আয়াত-৫১/৪৯।

৩৩) আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব, তাঁর কুদরত ও মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের বিষয়ে আরো একটি নিদর্শন হল রাত ও দিনের পরিক্রমণ। রাতের পর দিন আসে, দিনের পর রাত আসে। রাত যখন দিনের মধ্যে প্রবেশ করে, তখন রাত বড় হয় আবার দিন যখন রাতের মধ্যে প্রবেশ করে, তখন দিন বড় হয়। যেভাবে তিনি অনায়াসে রাতের মধ্যে দিনকে আবার দিনের মধ্যে রাতকে প্রবিষ্ট করতে পারেন ঠিক সেভাবেই তিনি অনায়াসে মৃতকে জীবিত করতে পারেন। বলাবাহুল্য রাত ও দিনের পরিবর্তন ও পরিক্রমণ যেভাবে এক অমোঘ নিয়মে বাঁধা ঠিক তেমনি জন্ম-মৃত্যু-পুনরায় জীবন লাভও আল্লাহর অমোঘ নিয়মেই বাঁধা রয়েছে। সহায়ক আয়াত-৭/৫৪, ২২/৬১।

৩৪) আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব, তাঁর কুদরত ও মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের বিষয়ে আরো একটি নিদর্শন হল সূর্যের নির্দিষ্ট কক্ষপথে পুনঃপুন পরিক্রমণ। আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা সূর্যাস্তের সময় আমি নাবী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর সঙ্গে মসজিদে ছিলাম। তিনি বললেন ঃ হে আবূ যার! তুমি কি জানো সূর্য কোথায় ডুবে? আমি বললাম ঃ আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল সবচেয়ে ভাল জানেন। তিনি বললেন ঃ সূর্য চলে, অবশেষে আরশের নীচে গিয়ে সাজদা করে। অত্র সূরার আয়াত ৩৮ নং আয়াতে এ কথাই বর্ণনা করা হয়েছে অর্থাৎ সূর্য ভ্রমণ করে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে, এ পরাক্রমশলী সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ (বুখারী- ৪৮০২)-ইবনু কাসীর। বোঝা গেল সূর্যের সুনির্দিষ্ট গন্তব্যস্থল হল আরশের নীচে। যেখানে সূর্য গিয়ে আল্লাহকে সাজদা করে, তাঁর নিকটে পুনরায় উদিত হওয়ার অনুমোদন চায় এবং তাকে অনুমতি

দেওয়া হয়। অবশ্য কিভাবে সূর্য আরশের নীচে সাজদা করে এবং উদিত হওয়ার অনুমতি চায় সে বিষয়ে আল্লাহই ভালো জানেন। সূর্যের সুনির্দিষ্ট গন্তব্যস্থলহ হল সূর্যের কক্ষপথ (আইসারুত তাফাসীর)। সাজদার অর্থ আনুগত্যও হয়। সেক্ষেত্রে 'সূর্য আল্লাহকে সাজদা করে'-এর ব্যাখ্যা হবে এই যে, সূর্য আল্লাহর আদেশের আনুগত্য করে প্রতিনিয়ত নিজের কক্ষপথে পরিক্রমণ করে, সেই নির্দেশ কখনো অমান্য করে না এবং পৃথিবী ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত এ পরিক্রমণ চলতে থাকবে। প্রতিদিনের তরে তাকে সেই আদেশ প্রদান করা হয়। যে যদিন আল্লাহ আদেশ দেবেন পশ্চিম থেকে উদিত হতে সেদিন সূর্য পূর্বের পরিবর্তে পশ্চিম আকাশেই উদিত হবে। আল্লাহর রসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেন ঃ পশ্চিম আকাশে সূর্য উদিত না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না (বুখারী ৪৬৩৫)। সুতরাং যে মহান সত্তা সূর্যের মত বিরাট সৃষ্টিকে সুনির্দিষ্ট নিয়মে বেঁধে রেখেছেন এবং তাঁর নিয়ম মেনেই এটি পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত পরিক্রমণ করতে থাকে, সেই মহান সত্তার নিকটে মানুষের মত ক্ষুদ্র একটি সৃষ্টিকে ধ্বংস করে পুনরায় সৃষ্টি করা কি খুবই কঠিন ? না না, একদমই নয়। সহায়ক আয়াত-৬/৯৬, ১৪/৩৩।

৩৫)আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব, তাঁর কুদরত ও মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের বিষয়ে আল্লাহর কুদরতের আরো একটি নিদর্শন হল প্রতি মাসে বিলীন হয়ে যাওয়া ও নুতনভাবে উদিত হওয়া চাঁদ। চাঁদের জন্যও কক্ষপথ নির্দিষ্ট রয়েছে। নূতন চাঁদ যেভাবে সরু ও বাঁকা হয়ে পশ্চিম আকাশে উদিত হয়, ঠিক সেভাবেই পূর্ব আকাশে সরু ও বাঁকা হয়েই শেষ মনযিল বা কক্ষপথ অতিক্রম করে। চাঁদকে মোট আঠাশটি মনযিল অতিক্রম করতে হয়-(আইসারুত তাফাসীর) এভাবে চলতে থাকে চাঁদের পরিক্রমণ। চাঁদের পরিক্রমণের ফলে মানুষের দিন, সপ্তাহ, মাস ও বছর গণনা করতে সুবিধে হয়। প্রতি মাসে চাঁদের অস্তিত্ব বিলীন হওয়ার পরে যে সত্তার আদেশে আবারও সুবিশাল চাঁদ পূর্বের মত নতুনভাবে উদিত হয়, সেই সত্তার পক্ষে কি মানুষকে পুনরায় জীবিত করা কঠিন? একদমই নয়। সহায়ক আয়াত-২/১৮৯, ১০/৫, ১৭/১২।

বলাবাহুল্য চাঁদ যেভাবে ২৮টি মনযিল ক্রমাগত ও ধারাবাহিকভাবে পরিক্রমণ করে চলেছে যুগ যুগ ধরে কোনো ব্যতিক্রম হয় না ঠিক সেভাবেই মানুষের জন্ম-মৃত্যু-পুনরায় জীবন লাভও একটি সুশৃঙ্খল ও সুনির্দিষ্ট নিয়মেই সংঘটিত হবে।

৩৬) আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব, তাঁর কুদরত ও মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের বিষয়ে আল্লাহর কুদরতের আরো একটি নিদর্শন হল সূর্য ও চন্দের নিজস্ব কক্ষপথে পরিক্রমণ করা। দিনে সূর্য উদিত হয় এবং রাতে উদিত হয় চাঁদ। এ নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম নেই এবং ব্যতিক্রম করার কারো ক্ষমতাও নেই। যেভাবে মহাকাশের চন্দ্র,সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র এবং মহাকাশের সব কিছুই সুনির্দিষ্ট নিয়মে বাঁধা, সেভাবে মানুষেরও জন্ম-মৃত্যু এবং পুনরুত্থানও একটি সুনির্দিষ্ট নিয়মেই বাঁধা। মানুষ মহাকাশের বিষয়গুলিকে গণিতের সূত্রের মত সাজানো পাচ্ছে এবং তা বিশ্বাসও করছে অথচ মানুষের জীবনচক্রের শেষ মনযিল পুনরুত্থানকে কেন বিশ্বাস করে না? এটা কি গণিত নয় ? নিশ্চয় গণিত। নিশ্চয় ঈমানদার বুদ্ধিজীবিগণই তা অনুধাবন করতে পারবে। সহায়ক আয়াত ২৫/৬১-৬২।

وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (41) وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ (42) وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ (43) إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ (44) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (45) وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ (46) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (47) وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (48) مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ (49) فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ (50) وَنُفِخَ فِي

الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ (51) قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ (52) إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ (53) فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (54)

অনুবাদ :

৪১) তাদের জন্য একটি নিদর্শন হল এই যে, আমি তাদের বংশধরকে ভরা নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম ৩৭

৪২) এবং তাদের জন্য অনুরূপ যানবাহন সৃষ্টি করেছি, যাতে তারা আরোহণ করে।৩৮

৪৩) যদি আমি ইচ্ছা করতাম, তাহলে তাদেরকে ডুবিয়ে দিতে পারতাম। তখন তাদের আর্তনাদ শোনার কেউ থাকত না আর তাদেরকে পরিত্রাণও দেওয়াও হত না।

৪৪) কিন্তু আমি নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে এক নির্ধারিত সময়ের জন্য ভোগ বিলাসের সুযোগ করে দিয়েছি। ১৯

৪৫) যখন তাদেরকে (মুশরিকদেরকে) বলা হয়," তোমরা তোমাদের সামনে ও পিছনে যা রয়েছে তা থেকে সাবধান হও, তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হবে।"৪০

৪৬) এবং তাদের নিকটে তাদের রবের পক্ষ থেকে কোনো আয়াত (বা ফরমান) এলেই তারা তৎক্ষণাৎ তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ৪১

৪৭) আবার যখন তাদেরকে বলা হয়," আল্লাহ যে জীবিকা দিয়েছেন তা থেকে খরচ করো। তখন কাফিররা মুমিনদেরকে বলে ঃ আমরা কি তাদেরকে খাওয়াব যাকে আল্লাহ ইচ্ছা করলেই খাওয়াতে পারেন? ৪২ সত্যিই তোমরা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছ।"৪৩

৪৮) তারা বলে," (বলো) কবে পূর্ণ হবে এ প্রতিশ্রুতি যদি তোমরা সত্যবাদী হও?"৪৪

৪৯) তারা কেবলই এক মহা নিনাদের অপেক্ষায় রয়েছে যা তাদের উপর আছড়ে পড়বে, যখন তারা বাক বিতণ্ডায় লিপ্ত থাকবে।৪৫

৫০) তখন তারা অসিয়ত করতেও পারবে না এবং নিজেদের পরিবারের নিকটে ফিরে যেতেও পারবে না।

৫১) যখন শিংগায় ফুঁ দেওয়া হবে, তখনই তারা কবর থেকে উঠে নিজেদের রবের নিকটে ছুটতে ছুটতে আসবে।৪৬

৫২) তারা বলবে," হায়, আমাদের সর্বনাশ! কে আমাদেরকে আমাদের নিদ্রাস্থল থেকে জাগালো? ৪৭ 'করুণাময়' এরই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং রসূলগণও সত্য বলেছিলেন।"৪৮

৫৩) শুধুমাত্র একবার বিকট আওয়াজ হবে। তৎক্ষণাৎ সকলকে আমার সামনে হাজির করা হবে।৪৯

৫৪) আজ কারো প্রতি বিন্দুমাত্র অবিচার করা হবে না। তোমরা যা কর্ম করতে তারই তোমাদেরকে প্রতিদান দেওয়া হবে।

তাফসীর :

৩৭) আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব, তাঁর কুদরত ও মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের বিষয়ে আল্লাহর কুদরতের আরো একটি নিদর্শন হল নূহ আলাইহিস সালামের সঙ্গে মুমিন বান্দাদের নৌকায় করে উদ্ধার করা এবং মুশরিক ও কাফিরদেরকে ডুবিয়ে মারা। মুমিনদেরকে উদ্ধার করা এবং কাফিরদেরকে ধ্বংস করা-আল্লাহর এই নিয়মে কেউ কখনো কোনো ব্যতিক্রম করতে পারবে না। ঠিক এ রকমই জন্ম-মৃত্যু ও পুনরায় জীবন লাভ আল্লাহর অমোঘ নিয়ম। এ নিয়মের কেউ পরিবর্তন করতে পারবে না। যে মহান রব মহাপ্লাবনের পর পুনরায় মানুষকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিতে পেরেছেন তাঁর পক্ষে কি মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করা কোনো কঠিন কাজ ? না, একদমই নয়।

৩৮) নৌকার মত আরো অন্যান্য যানবাহনের ব্যবস্থাও আল্লাহ তাআলা করেছেন যাতে মানুষের যাতায়াতের সুবিধে হয়। অন্যান্য যানবাহন হল জল, স্থল এবং শূন্যের যানবাহনকে বোঝানো হয়েছে।

৩৯) জল ও স্থল সবই আল্লাহর ইচ্ছাধীন। সুতরাং যে সত্তার বিধান ও হুকুম জলে ও স্থলে সর্বত্রই চলে, সেই সত্তার হুকুম কেন পুনরুত্থানের বিষয়ে চলবে না ? নিশ্চয়ই চলবে।

৪০) ‘সামনে’ বলতে পূর্ববর্তী উম্মাতদের উপর আপতিত শাস্তি বা পৃথিবীতে তাদের দ্বারা সংঘটিত পাপকর্ম বা পৃথিবীতে প্রকাশ্য পাপকর্মকে বোঝানো হয়েছে।

‘পিছনে’ বলতে আখেরাতের শাস্তি বা তাদের দ্বারা আবিস্কৃত এমন কর্ম বা রীতি যা পরবর্তীরা করতে থাকলে তাদের উপর পাপের বোঝা চাপানো হবে বা আখেরাত বা গোপন পাপকর্মকে বোঝানো হয়েছে (ফাতহুল কাদীর)।

৪১) ৪৫-৪৬ নং আয়াতের সারমর্ম ঃ মুশরিকরা কুফরী ও শির্কী কর্মে এমনই অনড় যে, তাদেরকে পূর্ববর্তী উম্মাতদের ভয়াবহ শাস্তির ইতিহাস স্মরণ করিয়ে বা আখেরাতের শাস্তির বিবরণ শুনিয়ে বা তাদের কৃত পাপকর্মের ভয় দেখিয়ে বা প্রকাশ্য ও গোপন পাপের কথা বলে সতর্ক করা হলেও, তারা বিচলিত হয় না। এমনকি তাদের নিকটে কোনো নিদর্শন এলেও তারা বিশ্বাস করে না।

৪২) শানে নুযূল ঃ বর্ণিত আছে যে, আবূ বাকর রাযিয়াল্লাহু আনহু দরিদ্র মুসলিমদেরকে খাবার দিতেন। আবূ জাহলের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত হলে সে আবূ বাকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করে ঃ তুমি কি মনে যে আল্লাহ এ সব দরিদ্রদেরকে খাবার দিতেন পারেন ? তিনি রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ হ্যাঁ পারেন। সে বলে ঃ তাহলে তিনি এদেরকে আহার দিচ্ছেন না কেন ? তিনি রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা কাউকে দারিদ্রতার মাধ্যমে আবার কাউকে ঐশ্বর্য্যের মাধ্যমে পরীক্ষা করে থাকেন। দরিদ্রদের ধৈর্য ধারণ করতে বলেন এবং ধনীদেরকে দান করতে আদেশ দেন। আবূ জাহল বলল ঃ আল্লাহর কসম হে আবূ বাকর! তুমি পথভ্রষ্ট। তুমি মনে যে, আল্লাহ এদেরকে আহার দিতে পারেন অথচ এদেরকে তুমি আহার দিচ্ছ। এই প্রেক্ষাপটেই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়-আইসারুত তাফাসীর।

৪৩) মুমিনরা কাফিরদের বলেছিল ঃ তোমাদের সম্পদ—যেমন শস্য ও গবাদিপশু— থেকে যেগুলোকে তোমরা আল্লাহর অংশ বলে দাবি কর (সূরা আল-আনআম: ১৩৬), তা থেকে তোমরা মিসকিনদের (দরিদ্রদের) জন্য ব্যয় করো। কাফিররা মুমিনদের উপহাস ও বিদ্রূপ করার উদ্দেশ্যে বলল ঃ আমরা কি এমন ব্যক্তিকে খাওয়াব, আল্লাহ ইচ্ছে করলে যাকে খাওয়াতে পারতেন? অর্থাৎ আল্লাহ ইচ্ছে করলে যাকে রিযিক দিতে পারতেন। মূলত তারা মুসলমানদের বলতে শুনেছিল যে, নিশ্চয়ই আল্লাহই একমাত্র রিযিকদাতা, তিনি যাকে ইচ্ছে ধনী করেন এবং যাকে ইচ্ছে দরিদ্র করেন। তাই তারা এই কথার মাধ্যমে মুসলমানদেরকে তর্কে পরাস্ত বা নিরুত্তর করতে চেয়েছিল এবং বলেছিল ঃ আমরা আল্লাহর ইচ্ছারই অনুবর্তী হচ্ছি, কাজেই আল্লাহ যাকে খাওয়াননি আমরাও তাকে খাওয়াব না। তাদের এই ধারণাটি সম্পূর্ণ ভুল, অহংকারপূর্ণ এবং বাতিল বা অসত্যের ভিত্তিতে বিতর্ক সৃষ্টির প্রচেষ্টা। কারণ, মহান আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির কাউকেও ধনী করেছেন এবং কাউকেও দরিদ্র করেছেন। এরপর তিনি ধনী ব্যক্তিকে দরিদ্রকে খাওয়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন এবং ধনী ব্যক্তির মালের মধ্যে দরিদ্রের জন্য যে সদকা (যাকাত) ফরয করেছেন, তার মাধ্যমে ধনীকে পরীক্ষায় ফেলেছেন। কাফিরদের এই কথাটি—'আল্লাহ ইচ্ছে করলে যাকে খাওয়াতে পারতেন'—এটি স্বয়ং নিজের জায়গায় একটি সত্য কথা বা অকাট্য বাস্তবতা হলেও, তারা এর মাধ্যমে আল্লাহর ক্ষমতাকে অস্বীকার করার উদ্দেশ্য নিয়েছিল, কিংবা আল্লাহর পূর্ণ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কেন তিনি ব্যয়ের নির্দেশ দিচ্ছেন—তা অসম্ভব মনে করে প্রত্যাখ্যান করতে চেয়েছিল। এই দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের এই যুক্তি বা অজুহাত সম্পূর্ণ বাতিল (ভিত্তিহীন)-ফাতহুল ক্বাদীর।

৪৪) প্রতিশ্রুতি হল মৃত্যুর পর পুনরুত্থান।

৪৫) ৪৯-৫১ আয়াতে আখেরাতের বিভিন্ন পর্যায়ের বিবরণ রয়েছে। অত্র আয়াতে মহা নিনাদ বা মহাশব্দ বলতে নাফখায়ে ফাযা বা প্রথমবার শিংগায় ফুঁ দেওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। প্রথমবার যখন শিংগায় ফুঁ দেওয়া হবে, তখন যে যেখানে থাকবে, সে সেখানেই বেহুঁশ হয়ে যাবে। কেউ নিজের পরিবারের নিকটেও ফিরতে পারবে না। দ্বিতীয়বার যখন শিংগায় ফুঁ দেওয়া হবে, তখন সবাই মৃত্যু বরণ করবে (৩৯/৬৮)। এটিকে 'নাফখায়ে সায়েক্বা' বলা হয়। এখানে দ্বিতীয়বার শিংগায় ফুঁ-এর বিবরণ নেই। বিস্তারিত জানতে সূরা ত্বহার ২০ নং আয়াতের তাফসীর দেখুন।

৪৬) এ আয়াতে নাফখাতুল বাআসে অন নশুরের বা তৃতীয়বার শিংগায় ফুঁ দেওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তৃতীয়বার ফুঁ দেওয়া হলে সমস্ত মানুষকে পুনরায় জীবিত করে কবর থেকে তোলা হবে। সহায়ক আয়াত-২৭/৮৭, ৩৯/৬৮, ৭০/৪৩।

৪৭) কাফিররা দুনিয়াতে বিশ্বাস করত না যে, তাদেরকে পুনরায় জীবিত করা হবে। তাই হাশরের ময়দানে তারা যখন সেই সত্যকে প্রত্যক্ষ করবে যা তারা একসময় অস্বীকার করেছিল, তখন তারা বলবে,' হায়, আমাদের দুর্ভোগ! কে আমাদের নিদ্রাস্থল থেকে আমাদের পুনরুত্থিত করল? এই আয়াতের এই অর্থ নয় যে, তাদেরকে কবরের আযাব দেওয়া হবে না। কারণ পরবর্তী কঠিন পরিস্থিতির তুলনায় কবরের আযাব কেবল হালকা ঘুমের মতই মনে হবে। উবাই ইবনে কাব, মুজাহিদ, হাসান এবং কাতাদাহ (রহ.) বলেন ঃ পুনরুত্থানের পূর্বে তারা একচিলতে ঘুমিয়ে নেবে। কাতাদাহ (রহ.) বলেন ঃ তারা কিছু দিনে ঘুমানের সুযোগ পাবে দুই ফুৎকারের (সিঙ্গায় ফুঁক দেওয়ার) মধ্যবর্তী সময়ে-ইবনু কাসীর। সহায়ক আয়াত-৩১/২৮, ৫৪/৭, ৭০/৪৩।

৪৮) 'করুণাময়' এরই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং রাসূলগণও সত্য বলেছিলেন'-কাফিরদের জবাবে এটি মুমিনদের উক্তি। আল্লাম ইবনু কাসীর রাহেমাহুল্লা এ মতটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। সহায়ক আয়াত-৩৭/২০-২১, ৩০/৫৫-৫৬।

৪৯) অর্থাৎ নাফখায়ে বাআস ওয়াননুশুর বা তৃতীয়বার শিংগায় ফুঁ একটি মহানিনাদ হবে। এখানে ৫১ নং আয়াতে বিবৃত ফুঁ-এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সহায়ক আয়াত-১৬/৭৭, ১৭/৫২, ৭৯/১৩-১৪।

إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ (55) هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ (56) لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ (57) سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ (58) وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ (59) أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (60) وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (61) وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ (62) هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (63) اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (64) الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (65) وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ (66) وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ (67) وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ (68) وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ (69) لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ (70)

অনুবাদ :

৫৫) সেদিন জান্নাতবাসীগণ খুশিতে মগ্ন থাকবে।

৫৬) তারা এবং তাদের পত্নীগণ ছায়ায় সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে বসে থাকবে।

৫৭) সেথায় থাকবে তাদের জন্য ফলমূল এবং তারা যা চাইবে তাও তাদের জন্য থাকবে।

৫৮) করুণাময় রবের পক্ষ থেকে (তাদেরকে) 'সালাম' দিয়ে অভ্যর্থনা জানানো হবে।৫০

৫৯) হে অপরাধীগণ! আজ তোমরা পৃথক হয়ে যাও।৫১

৬০) হে আদম সন্তান! আমি কি তোমাদেরকে নির্দেশ দিইনি যে, তোমরা শয়তানের ইবাদত করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।৫২

৬১) একমাত্র আমারই ইবাদত করো। এটিই সরল পথ।৫৩

৬২) ইতিপূর্বে সে তোমাদের মধ্যে অনেক দলকে বিভ্রান্ত করেছে, তবুও কি তোমরা বোধের ব্যবহার করবে না?৫৪

৬৩) এটিই সেই জাহান্নাম, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেওয়া হত।

৬৪) আজ তোমরা সেখানে প্রবেশ করো। কারণ তোমরা এটিকে অস্বীকার করতে।৫৫

৬৫) আজ আমি তাদের মুখে সিল মোহর লাগিয়ে দেবো। তাদের হাতগুলো আমার সঙ্গে কথা বলবে এবং তাদের পা গুলো তাদের কৃর্তকর্মের সাক্ষ্য দেবে।৫৬

৬৬) আমি চাইলে তাদের দৃষ্টিশক্তি হরণ করতে পারতাম। তখন তারা পথ চলতে চাইলে কেমন করে দেখতে পেত।

৬৭) যদি আমি চাইতাম, তাহলে অবশ্যই তাদের স্থানেই তাদের আকৃতির পরিবর্তন করে দিতে পারতাম। তখন তারা চলতে ফিরতে পারত না আবার (পূর্বাবস্থায়) ফিরে যেতেও পারত না। ৫৭

৬৮) যাকে আমি দীর্ঘ জীবন দান করি, আমি তাকে শারিরীক অবয়বে দুর্বল করে দিই। তবুও কি তাদের বোধদয় হবে না? ৫৮

৬৯) আমি তাকে (মুহাম্মাদকে) কবিতা শিক্ষা দিইনি আর একাজ তার জন্য শোভনীয়ও নয়। এটি তো কেবল একটি স্মরণীকা ও সুস্পষ্ট কুরআন।৫৯

৭০) যেন এ কুরআন (অথবা নাবী) জীবিতদেরকে৬০ সতর্ক করতে পারে এবং যেন কাফিরদের উপর (শাস্তির) ফরমান কার্যকর হয়। ৬১

তাফসীর :

৫০) আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেশতারা জান্নাতীদেরকে সালাম জানাবেন। প্রকাশ থাকে যে, সরাসরি আল্লাহ তাআলা বলবেন ঃ আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল জান্নাহ মর্মে বর্ণিত হাদীসটি যয়ীফ (যয়ীফ-মিশকাত ৫৬৬৪, ইবনু মাজাহ-১৮৪)। সহায়ক আয়াত-৩৩/৪৪।

৫১) ক্বিয়ামতের দিন কাফিরদেরকে মুমিনদের থেকে পৃথক করে দেওয়া হবে। সহায়ক আয়াত-১০/২৮, ৩০/১৪, ৪৩, ৩৭/২২-২৩।

৫২) সহায়ক আয়াত-২/১৬৮,৭/২৪,২৭, ২০/১১৭, ৩৫/৬।

৫৩) সহায়ক আয়াত-৩/৫১, ৬/১৬১, ১৯/৩৬, ২৩/৭৩।

৫৪) সৃষ্টিকর্তা, আহারদাতা, আরোগ্যদাতা, রক্ষাকর্তা ও সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক হলেন আল্লাহ। সুতরাং তিনিই একমাত্র মাবূদ এবং তিনিই একমাত্র ইবাদতের যোগ্য। মানুষ যদি নিজেদের বিবেক ও বোধের যথাযথ ব্যবহার করত, তাহলে শয়তানের আনুগত্য না করে আল্লাহরই আনুগত্য করত। পরিতাপের বিষয় আল্লাহর বিধান লংঘন করার জন্য তো মানুষ নানান অসত্য ও খোঁড়া যুক্তি উপস্থাপন করে কিন্তু তাঁর বিধান পালন করার সপক্ষে অবতারিত সত্য ও অকাট্য দলীলসমূহ নিয়ে গবেষণা ও বিচার-বিশ্লেষণেরও সময় তাদের হয় না।

৫৫) ক্বিয়ামতের দিন কাফিরদেরকে বলা হবে। সহায়ক আয়াত ঃ ৫২/১৩-১৫।

৫৬) ক্বিয়ামতের দিন কাফির ও মুশরিকরা তাদের শির্কের কথা অস্বীকার করবে (৬/২৩)। তাই আল্লাহ তাআলা তাদের মুখ বন্ধ করে দেবেন এবং তাদের বাকশক্তি কেড়ে নেবেন। তিনি অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে কথা বলার শক্তি দান করবেন। ফলে তাদের হাত, পা ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিজ নিজ কর্ম সম্পর্কে অবহিত করবে। এভাবে কাফির, মুশরিক ও অপরাধীদের পাপ ও অপরাধ প্রমাণিত হবে এবং তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। হাদীসে রয়েছে ঃ.......... (ক্বিয়ামতের দিন) আল্লাহ বললেন, হে অমুক! আমি কি তোমাকে সম্মান দান করিনি, কর্তৃত্ব দান করিনি, জোড়া মিলিয়ে দিইনি, ঘোড়া-উট তোমার কাজে লাগিয়ে দিইনি এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দের মাঝে তোমার পানাহারের ব্যবস্থা করিনি? জবাবে বান্দা বলবে, হ্যাঁ, হে আমার রব। আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবেন ঃ তুমি কি আমার সঙ্গে সাক্ষাতের কথা বিশ্বাস করতে ? সে (সত্যই) বলবে ঃ না। আল্লাহ বলবেন ঃ যেভাবে তুমি আমাকে ভুলে গিয়েছিলে আমিও তোমাকে ভুলে গেলাম। এ ভাবে আরো একজনের সঙ্গে একই রকমভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। অবশেষে তৃতীয়জনকে আল্লাহ তাআলা একই প্রশ্ন করবেন। সে (মিথ্যা) বলবে ঃ হে আমার রব! হ্যাঁ, আমি তোমার প্রতি ঈমান এনেছিলাম, তোমার রসূলের প্রতিও এনেছিলাম, স্বলাত সম্পাদন করতাম, সিয়াম পালন করতাম, সাদকা করতাম এবং তোমার প্রশংসাও করতাম। তাকে বলা হবে ঃ এখন তোমার বিপক্ষে সাক্ষী উপস্থাপন করা হচ্ছে। সে মনে মনে ভাববে কে আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে ? অতঃপর তার মুখ বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং তার জঙ্ঘা, মাংস ও হাড়কে জিজ্ঞাসা করা হবে। তখন সেগুলি নিজেদের কর্ম সম্পর্কে কথা বলবে-(সহীহ মুসলিম ২৯৬৮)। নাবী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেছেন ঃ ক্বিয়ামতের দিন তোমাদেরকে এমন অবস্থায় ডাকা হবে যে তোমাদের মুখ বন্ধ করা থাকবে আর তোমাদের শরীরের যে অংশগুলো সবার আগে সাক্ষ্য দেবে, সেগুলো হলো তোমাদের উরু ও হাত (মুসনাদ আহমাদ-২০০৪৩, হাসান, সহীহা-২৭১৩)।

৫৭) ৬৬-৬৭ নং আয়াতের ভাবার্থ ঃ আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে কাফিরদের অপরাধের কারণে তাদের দৃষ্টিশক্তিকে হরণ করে নিতে পারতেন। তখন কিভাবে তারা পথ চলত? তিনি ইচ্ছা করলে তাদের আকৃতিরও পরিবর্তন করে দিতে পারতেন এবং তাদেরকে ধ্বংস করে দিতে পারতেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়েছেন এবং তাদেরকে শাস্তি দেওয়া থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন।

৫৮) এই আয়াতের মূল উদ্দেশ্য—এবং আল্লাহই ভালো জানেন—হলো এটি বোঝানো যে, এই পৃথিবী হলো ক্ষণস্থায়ী ও পরিবর্তনশীল এক জগৎ। এটি কোনো স্থায়ী বা স্থিতিশীল আবাস নয়। এ কারণেই তিনি বলেছেন {তবে কি তারা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করে না?}—অর্থাৎ, তারা কি তাদের সৃষ্টির সূচনা এবং এরপর যৌবন ও বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার পর্যায়গুলো নিয়ে নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে না? তাদের উচিত এ বিষয়ে চিন্তা করা, যাতে তারা উপলব্ধি করতে পারে যে, তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে অন্য একটি জগতের—অর্থাৎ পরকালের—উদ্দেশ্যে। যেখান থেকে বিনাশ, প্রস্থান বা পলায়নের কোনো সুযোগ নেই (ইবনু কাসীর)।

বলাবাহুল্য আল্লাহর নির্দেশেই জন্ম থেকে যৌবন পর্যন্ত মানুষের দৈহিক ও বৌদ্ধিক শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং নির্দিষ্ট বয়সের পর দুটোই হ্রাস পেতে থাকে। সুতরাং যে মহান সত্তার নির্দেশে দীর্ঘজীবি মানুষের দৈহিক ও বৌদ্ধিক শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধি হয়, সেই সত্তার নির্দেশে মৃত্যুর পর মানুষ কেন পুনরায় জীবন লাভ করবে না ? নিশ্চয় করবে। বুদ্ধিজীবিদের এ বিষয়ে গবেষণা করে যথার্থ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সহায়ক আয়াত-২২/৫, ৩০/৫৪।

৫৯) কাফিরদের অভিযোগ ঃ নাবী মুহাম্মাদ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম হলেন কবি আর কুরআন হল কবিতা। এ আয়াতে কাফিরদের সেই অভিযোগের জবাব দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন কবিতা সত্য-মিথ্যার সংমিশ্রণে রচিত হয়(২৬/২২৪-২২৬), কিন্তু বাতিল কুরআনে সংস্পর্শেই আসতে পারে না (৪১/৪২)। সুতরাং কুরআন কবিতাও নয় এবং নাবী মুহাম্মাদ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কবিও নন (৬৯/৪০-৪৩)।

৬০) জীবিতদেরকে বলতে মুমিনদেরকে বোঝানো হয়েছে (ইবনু কাসীর) কেননা মুমিনদের হৃদয় হক বা সত্য গ্রহণে সদা প্রস্তুত থাকে এবং একমাত্র মুমিনরাই সতর্কবাতা গ্রহণ করে থাকে। সহায়ক আয়াত-৩৫/১৮, ৩৬/১১।

৬১) রসূল প্রেরণ না করে কাউকেই আল্লাহ শাস্তি দেন না (১৭/১৫)। সেই নিয়ম অনুযায়ীই আল্লাহ মক্কার কাফির ও মুশরিকদের নিকটে রসূল ও কুরআন প্রেরণ করেছেন যেন আখেরাতে ‘রসূল প্রেরণ করা হয়নি’- বলে তারা অজুহাত পেশ করতে না পারে। আখেরাতে কাফিরদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে ঃ তোমাদের নিকটে কি কোনো সতর্ককারী আসেনি ? তারা বলবে ঃ হ্যাঁ, এসেছিলেন কিন্তু আমরা অস্বীকার করেছিলাম...(৬৭/৮-১১)। সুতরাং রসূল ও কুরআনের মাধ্যমে যখন কাফিরদের নিকটে আল্লাহর অবতারিত বিধান পৌঁছে দেওয়া হল, তখন আখেরাতে আর তাদের অজুহাত পেশ করার কিছুই থাকল না। এভাবে তাদের উপর শাস্তি কার্যকর করা হবে।

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ (71) وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ (72) وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ (73) وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ (74) لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ (75) فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ (76) أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ (77) وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (78) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (79) الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ (80) أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ (81) إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (82) فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (83)

অনুবাদ :

৭১) তারা কি লক্ষ্য করছে না যে, আমার হাতের তৈরি বস্তুসমূহের মধ্যে আমি তাদের জন্য গৃহপালিত পশু সৃষ্টি করেছি এবং তারাই এগুলির মালিক ?

৭২) আমি ওগুলোকে তাদের বশীভূত করেছি। এ গুলোর মধ্যে কোনো কোনো পশু তাদের বাহন আর কোনো কোনো পশুর মাংস তারা ভক্ষণ করে।

৭৩) এসবে তাদের জন্য রয়েছে বহু উপকারিতা এবং পানীয় দ্রব্য। তবুও কি তারা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে না? ৪২

৭৪) তারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যান্য অনেত মাবূদ গ্রহণ করেছে এই আশায় যে, হয়ত তাদেরকে সাহায্য করা হবে। ৪৩

৭৫) এসব মাবূদ তাদের সাহায্য করতে পারবে না এবং তারা (নিজেরাই)তাদের মাবূদদের জন্য সদা প্রস্তুত সেনাবাহিনী। ৪৪

৭৬) সুতরাং তাদের কথা যেন তোমাকে দুঃখ না দেয়। তারা যা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে-সবই আমি জানি।৪৫

৭৭) মানুষ কি ভেবে দেখে না যে, আমি তাকে শুক্রবিন্দু হতে সৃষ্টি করেছি? অথচ তৎক্ষণাৎ সে হয়ে পড়ে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী।

৭৮) সে আমার সম্পর্কে উপমা বর্ণনা করে আর সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়। সে বলে,“ এ পচা গলা হাড়কে কে জীবিত করে তুলবে ?”৬৬

৭৯) বলো,“ সেই হাড়কে জীবিত করে তুলবে সেই সত্তা যিনি একে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন এবং তিনি সমস্ত সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক অবহিত।”

৮০) যিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ হতে আগুন উৎপাদন করেন, যা থেকে তোমরা আগুন প্রজ্বলিত কর।

৮১) যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সমর্থ নন? হ্যাঁ, নিশ্চয় তিনি পরম সৃষ্টিকর্তা, পরম জ্ঞানী। ৬৭

৮২) যখন তিনি কোনো কিছু সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন, তখন তিনি নির্দেশ দিয়ে বলেন,‘হও’ আর তৎক্ষণাৎ সেটি হয়ে যায়।

৮৩) সুতরাং পবিত্র সেই সত্তা যাঁর হাতে রয়েছে সমস্ত বিষয়ের কর্তৃত্ব এবং যাঁর নিকটেই তোমাদের ফিরিয়ে আনা হবে।৬৮

তাফসীর :

৬২) ৭১-৭৩ আয়াতগুলির সারমর্ম ঃ গৃহপালিত পশু যেমন গোরু, ছাগল, ভেড়া ও উট ইত্যাদি আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন, এগুলিকে মানুষের সার্বিক কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন এবং এগুলির মালিক মানুষকে বানিয়েছেন। এই গৃহপালিত পশুগুলো সওয়ারী ও বাহনের কাজেও ব্যবহৃত হয় এবং খাবার হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া এগুলির দুধ, পশম ও চামড়াও বিশেষ উপকারী। সুতরাং এত কিছু নিয়ামাত পাওয়ার পর মানুষের উচিত আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায়, তাঁর ইবাদত করা এবংঅন্য কোনো ব্যক্তি, বস্তু ও সত্তাকে তাঁর শরীক মনোনীত না করা (ভাবার্থ-ইবনু কাসীর)।

৬৩) ৭৪-৭৫ ঃ আল্লাহ তাআলা মুশরিকদের এই আচরণের তীব্র নিন্দা করছেন যে, তারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্য সত্তা বা বস্তুকে তাঁর সমকক্ষ ও উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেছে। তারা মনে করে যে, এই উপাস্যগুলো তাদের সাহায্য করবে, তাদেরকে রিযিক দেবে এবং আল্লাহর কাছাকাছি পৌঁছাতে সাহায্য করবে। (তাদের এই ধারণার খণ্ডন করে) আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ {তারা এদের সাহায্য করার কোনো ক্ষমতা রাখে না} (সূরা ইয়াসিন: ৭৪-৭৫) অর্থাৎ, এই উপাস্যগুলো তাদের ইবাদতকারী ও ভক্তদের কোনো প্রকার সাহায্য করার সামর্থ্য রাখে না। বরং তারা এর চেয়েও অতি দুর্বল, সামান্য, লাঞ্ছিত, তুচ্ছ ও হীন। এমনকি তারা নিজেদের সাহায্য করতেও সক্ষম নয়। কেউ তাদের কোনো ক্ষতি করতে চাইলে তার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষমতাও তাদের নেই। কারণ, তারা হচ্ছে জড়বস্তু—যারা শুনতেও পায় না, বুঝতেও পারে না (ইবনু কাসীর)।

অত্র আয়াতে মূলত মুশরিকদের মনমত মাবূদ গ্রহণ করাকে অবৈধ ও অনৈতিক বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। কেননা তাদের উচিত ছিল আল্লাহকেই মাবূদ হিসাবে গ্রহণ করা কিন্তু তারা অন্যান্য মনগড়া সত্তাদেরকেই মাবূদ হিসাবে গ্রহণ করেছে এই আশায় যে, তারা তাদের জন্য সুপারিশ করবে (৩৯/৩)। অথচ তাদের মাবূদরা নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারে না।

৬৪) মাবূদরা তাদের অনুসারীদের কী সাহায্য করবে ? অনুসারীরাই তো সদা প্রস্তুত থাকে তাদের মাবূদদের সাহায্য করার জন্য (সহায়ক আয়াত-৭/১৯২)। সুতরাং যেসব মাবূদরা নিজেরাই নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারে না, তাদের মাবূদ হওয়ার যোগ্যতা কোথায় ? তারা সকলে মিলেও তো একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারে না এবং মাছি তাদের হাত কোনো কিছু ছিনিয়ে নিলে তারা রক্ষাও করতে পারে না (২২/৭৩)। তারা তো নিজেরাই তাদের অনুসারীদের হাতে সৃষ্টি (৭/১৯১, ১৬/২০, ২৫/৩)।

৬৫) মুশরিক ও কাফিরদের আচরণে নাবী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম খুব কষ্ট পেতেন। তাই আল্লাহ তাআলা নাবীকে সান্ত্বনা দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা ভালো ভাবেই জানেন তারা (বর্তমানে) কী অবস্থায় রয়েছে। তিনি শীঘ্রই তাদের এই আচরণের (বা কথার) পূর্ণ প্রতিফল দেবেন এবং সেই অনুযায়ী তাদের সাথে আচরণ করবেন। কিয়ামতের দিনে তারা তাদের আমলনামা থেকে বড় বা ছোট, সামান্য বা অসামান্য কোনো কিছুই হারানো বা বাদ পড়তে দেখবে না (সহায়ক-১৮/৪৯)। বরং অতীতে ও বর্তমানে তারা যা কিছু করেছে, তার সবকিছুই তাদের সামনে হুবহু তুলে ধরা হবে (ইবনু কাসীর)।

৬৬) শানে নুযূল (৭৭-৭৮) ঃ আল-আস ইবন ওয়ায়েল আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে একটি জরাজীর্ণ হাড় নিয়ে এল। সে হাড়টি গুঁড়ো করে বলল," হে মুহাম্মাদ! এটি ধুলোয় পরিণত হওয়ার পর আল্লাহ কি একে পুনরায় জীবিত করবেন?" তিনি উত্তর দিলেন," হ্যাঁ, আল্লাহ একে অবশ্যই পুনরুজ্জীবিত করবেন। তিনি তোমার মৃত্যু ঘটাবেন, তারপর তোমাকে পুনরায় জীবিত করবেন এবং এরপর তোমাকে জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করাবেন।" তখন এই আয়াতগুলো অবতীর্ণ হলো {মানুষ কি দেখে না যে, আমি তাকে সৃষ্টি করেছি এক ফোঁটা [তরল] থেকে? অথচ তখনই সে হয়ে ওঠে এক প্রকাশ্য প্রতিপক্ষ। ইয়াসিন ঃ ৭৭-৮৩]। মুসতাদরাক হাকীম-৩৬০৬, ইমাম যাহাবী বলেন ঃ হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের শর্তে বর্ণিত হয়েছে, সহীহ।

সারকথা ঃ যে মানুষের সৃষ্টি তুচ্ছ শুক্রবিন্দু হতে, সে মানুষ কিভাবে তার সৃষ্টিকর্তার ক্ষমতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করে ? সহায়ক আয়াত-৭৬/১,৭৭/২০-২২। মানুষ আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে কিন্তু নিজের সৃষ্টির ইতিহাস ভুলে যায়। মানুষ নিজের সৃষ্টির ইতিহাস স্মরণ করলে, কখনো এভাবে আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারত না এবং

অহংকার দেখাতে পারবে না। এজন্য কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ তাআলা মানুষের সৃষ্টির ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

৬৭) ৭৯-৮১ ঃ এই আয়াত তিনটিতে পুনরুত্থানের প্রমাণে তিনটি অকাট্য দলীল বা যুক্তি পেশ করা হয়েছে ঃ-ক) যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন, তিনিই সেই সৃষ্টির পুঙ্খানুপুঙ্খ সব জানেন। সুতরাং তিনিই আবার সৃষ্টি করবেন। এটা বাস্তব যে, দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা প্রথমবার তুলনায় অনেক বেশি সহজ (সহায়ক আয়াত-৩০/২৭, ১৭/৫১, ১৮/৪৮, ৫০/১৫), খ) সবুজ অর্থাৎ কাচা বৃক্ষ বা বৃক্ষের ডালে আগুন লাগানো আপাতদৃষ্টিতে একটি অসম্ভব কাজ অথচ আল্লাহ তাআলা সবুজ বৃক্ষ থেকেই আগুন সৃষ্টি করেন। দাবানল বা বনের আগুন যার বাস্তব প্রমাণ। সুতরাং যে সত্তা আগুনের বিপরীত ধর্মী বস্তু সবুজ বৃক্ষ (যা আগুন নেভাতে সাহায্য করে) থেকে আগুন সৃষ্টি করতে পারেন, তাঁর নিকটে পুনরায় জীবিত করা কোনো কঠিন কাজই নয় (সহায়ক আয়াত-৫৬/৭১-৭২) এবং গ) যিনি সুবিশাল আকাশ ও জগত সৃষ্টি করেছেন, তাঁর নিকটে মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করা কি কঠিন কাজ ? নিশ্চয় নয় (সহায়ক আয়াত-৪০/৫৭, ৪৬/৩৩, ৭৯/২৭)।

৪৮) ৮২-৮৩ ঃ সর্বোপরি মহান আল্লাহর মালিকানায় রয়েছ মহা বিশ্ব, যাঁর কতৃত্বে রয়েছে সব কিছুই এবং তিনি এতটাই ক্ষমতার অধিকারী যে, তিনি ‘হও’ বললেই সঙ্গে সঙ্গে যে কোনো বস্তু সৃষ্টি হয়ে যায়। সুতরাং তিনি মানুষকে জীবিত ‘হও’ বললেই সঙ্গে সঙ্গে মানুষ পুনরায় জীবিত হয়ে যাবে।